এমকেজির
নিবেদন

মায়ামৃগ

কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত

এমকেজির **মায়ামৃগ**

কাহিনী • নীহার রঞ্জন গুপ্ত • সুর • মানবেন্দ্র

প্রযোজনা : সুনীল বসু মল্লিক। চিত্রশিল্পী : সুহৃদ ঘোষ। সহকারী : ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, সুকুমার সী। শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল। সহকারী : বলরাম বারুই। সঙ্গীত-আবহ-সঙ্গীত ও পুনঃশব্দ যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়া লেবরেটারীতে রেক্সটেকস মেসিনে গৃহীত। গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত। সঙ্গীতে-সহকারী : শৈলেন রায়। সম্পাদনা : রবীন দাস। সহকারী : সুনীত সাহা। শিল্পনির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু। সহকারী : অনিল পাইন, হরিশ্রীবাস্তব। রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস। সহকারী : মণিরাম শর্ম্মা। সহকারী-পরিচালনা : অসীম রায় চৌধুরী, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা-সহকারী : মহাদেব সেন, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, অনিল দে, কৃষ্ট দে। ইণ্ডিয়া লেবরেটারীত পরিস্ফুটিত। পশ্চাৎ-পট-অঙ্কন : বলরাম কয়াল। যন্ত্র-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। আলোকসম্পাতে : জগন্নাথ ঘোষ। সহকারী : রাম নায়েক, সুহাস ঘোষ, নব হট ধলেশ্বর। রাধা ফিল্মস ষ্টুডিও-এ গৃহীত। কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : জিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ক্যালকাটা কোলাপসিবল গেট কোম্পানী লিঃ। সেন ওয়াচ কোম্পানা।

রূপায়ণে : উত্তম কুমার ॥ বিশ্বজিৎ ॥ ছবি বিশ্বাস ॥ বিকাশ রায় ॥ তরুণ কুমার ॥ জহর রায় ॥ তুলসী চক্রবর্ত্তী শ্যামলাহা ॥ নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ॥ মণি শ্রীমানী ॥ শান্তি ভট্টাচার্য্য ॥ দেবনারায়ণ ॥ বলীন সোম ॥ ফণি গাঙ্গুলী (এঃ) শ্রীপতি চৌধুরী ॥ মিণ্টু চক্রবর্ত্তী ॥ বটকৃষ্ণ গুপ্ত ॥ ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী ॥ সুশীল দাস ॥ শ্যামল কর ॥ সুবল দত্ত ॥ নিমাই নাথ ॥ মাঃ গৌতম ॥ মাঃ সন্তোষ ॥ মাঃ অভিজীৎ ॥ সন্ধ্যা রাণী ॥ সুনন্দা ॥ সন্ধ্যা রায় ॥ নিভাননী ॥ আশা দেবী ॥ শান্তা দেবী ॥ রেবা দেবী ॥ নন্দিতা ভট্টাচার্য্য ॥ ইরা চক্রবর্ত্তী আরতি দাস ॥

স্থির-চিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ। বিশেষ প্রচার-স্থিরচিত্র : তারা দাস। পরিচয়-পত্র-লিখন : রতন রবাট।

পরিচালনা • চিত্ত বসু

চিত্রনাট্য • মণি বর্ম্মা

তত্ত্বাবধায়ক • **বিমল ঘোষ**

প্রচার-বিণ্যাসে : পূর্ণজ্যোতি। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। জহর কুণ্ডু। পরেশ দাস। এইচ্‌-এল। রঙ ও তুলি ও কালিকর। প্রচার : ফণীন্দ্র পাল। কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত কুমার, সন্ধ্যা মুখার্জ্জি, মানবেন্দ্র।

কালিকা ফিল্মস
পরিবেশিত

কাহিনী

অভিজাত ও ধনী কন্যা সীতা শিক্ষিত দরিদ্র বিভূতিকে স্বেচ্ছায় বরণ করে পিতার আশীর্ব্বাদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তার বড় বোন সাবিত্রী ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের গৃহিণী হওয়া ছাড়াও পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিল।

প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে সৌভাগ্যবতী সাবিত্রীর অন্তরে বেদনার একটি গভীর ছায়া বিস্তার করেছিল। দরিদ্র সীতার সংসারে তার নারীজন্মকে সার্থক করে তুলেছিল দু'টি পুত্র সন্তান। সন্তানহীনা সাবিত্রীর তৃষাতুর হৃদয় সীতার প্রথম পুত্র শুভ্রকে ঘিরে মাতৃ-হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার সান্তনা খুঁজত। সাবিত্রী অনকেবার সীতার কাছে প্রস্তাব করেছিল শুভ্রকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব সাগ্রহে সে গ্রহণ করতে রাজী আছে। সীতা সম্মত হয়নি।

কিন্তু ভাগ্যের দুর্ব্বিপাকে বিপন্ন বিভূতিকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন হ'ল প্রচুর অর্থের। সে অর্থের জন্যে সাবিত্রীর কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হ'ল সীতাকে। কিন্তু শুধু হাতে অর্থ নিতে সীতার আত্মাভিমানে লাগে। সুতরাং শুভ্রের বিনিময়ে সীতা সেই অর্থ সাবিত্রীর কাছ থেকে নিয়ে গেল। সর্ত্ত হ'ল আর কোনদিন সীতা বা বিভূতি শুভ্রের মাতাপিতার দাবী বা পরিচয় নিয়ে এসে দাঁড়াবে না।

তারপর বাইশবছর কেটে গেছে। শুভ্র এখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। সাবিত্রী ও অমিয়নাথকে সে মা ও বাবা বলে জেনেছে। সাবিত্রীর বহু আশ্রিত-পোষ্যের মধ্যে অন্ধ এক দরিদ্রের একমাত্র কুমারী মেয়ে নিরুপমার সঙ্গে তার মন দেওয়া-নেওয়ার গোপন ঘটনাটুকু আর কারও নজরে না পড়ুক সাবিত্রীর আর একটি আশ্রিত ভবঘুরে মহেন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। রেস খেলে আর পাশরা ওড়ায় এমনি বেকার মহেন্দ্র একটি আশ্চর্য্য চরিত্র। আশ্চর্য্য উদার তার মন।

ইতিমধ্যে বিভূতি ও সীতার জীবন, ভাগ্য তার নিষ্ঠুর কশাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তাদের বাইশবছরের ছেলে রজত হঠাৎ মারা গেছে। বিভূতি হারিয়েছে তার একটি পা। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে বিভূতি। কিন্তু হৃৎসর্বস্ব বিভূতি ও সীতার মনে একটি কামনাই প্রবল হয়ে উঠল। তাদের একমাত্র সন্তান শুভ্রকে দাবী করবার কোন অধিকার না থাকলেও দূর থেকে তাকে দেখে যদি একটু সান্ত্বনা মেলে।

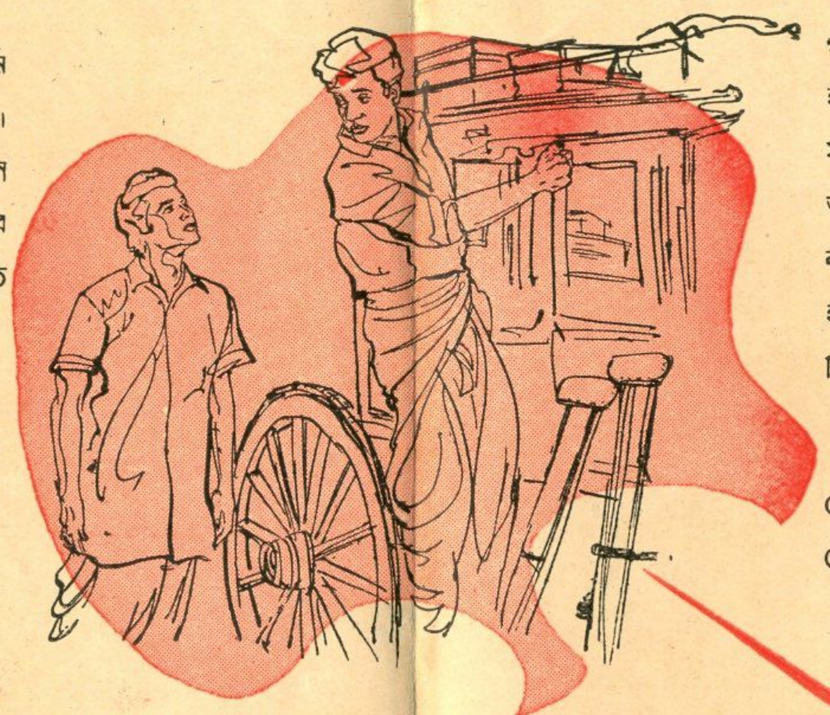

কিন্তু সাবিত্রীর হৃদয় আশঙ্কিত হয়ে উঠল। তিনি প্রথমে সীতা ও বিভূতিকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অতর্কিতে একদিন শুভ্রর মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লাগল একটি রিক্সার। যে রিক্সায় সীতা বিভূতিকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিল। এরপর ভাগ্যের এই চক্রান্তে সীতা ও বিভূতি সাবিত্রীদের বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল।

সাবিত্রী শুভ্রকে নিয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনায় শুভ্র সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। শুভ্র ভাল হয়ে উঠল একদিন। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সাবিত্রী নিরুপমা ও শুভ্রের মধ্যে গোপন প্রীতির সম্পর্কটুকু আবিষ্কার করে নিরুপমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হার্টফেল করে বিভূতি মারা গেল। এরপর সীতা নিরুপমাকে নিয়ে সাবিত্রীর আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাত্যকারের মা কী ছেলের কাছে অপরিচিতাই রয়ে গেল? বাইশবছর ধরে যে মা বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে ছেলে বলে যাকে আকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল তার মায়ানীড় ভেঙে দিয়ে পালাল কী মায়ামৃগ?

(১)

ও বক বক বক
বকম বকম পায়রা তোদের
রকম সকম দেখে
মুখ টিপে যে হাসছে ভোরের
আকাশটা দুর থেকে ॥

খোলা হাওয়ায় ঐ যে
আলোর ঝরনা ঝরানো
রঙ বেরঙের নতুন খুসির
মাতন ছড়ানো
শুনিস নাকি মিষ্টি সুরে
বলছে ওরা ডেকে
পাখনা মেলে আয়না চলে
বাঁধন ফেলে রেখে ॥

লোটন লোটন পায়রা তোরা
ঝোটন বেঁধে নে
হারিয়ে যাবার সুরে প্রাণের
বাঁশী সেধে নে ।

একটু আরাম একটু সুখের
মিথ্যে আশাতে
ফেচে কেন বন্দী থাকিস
ছোট্টো বাসাতে
যা চলে যা অবাধ ডানায়
স্বপ্ন চোখে এঁকে
অথৈ নীলে নতুন দিনের
সোনালী রোদ মেখে ॥

(২)

ক্ষতি কি না হয় আজ পড়বে
মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য
নয়তো বা ফারমাকো লজিটাই
নিয়ে আজ লেকচারে নাববো
তারপর দৃষ্টির ছুরিতে
মনের ডিসেকসান শিখবে
কিম্বা স্টেথেস্কোপ লাগিয়ে
নোট বুকে সিমটম লিখবে
ওরাল জবাব গুলো হওয়া চাই
রীতিমত কানে সুখশ্রাব্য ॥
হয়তো আউটডোরে এমনি
ডিউটিটা কোনদিন পড়বে ।
প্রেসক্রিপসান মতো হয়তো
মিক্‌সচারগুলো সার্ভ করবে
সব দিক আগে দেখে তবে তো
ডিগ্রী দেবার কথা ভাববো ।

গান

(৩)

ওরে শোন শোন গেরোবাজ
খোপ থেকে বেরো আজ
আকাশ টা পেরো আজ
যারে যা উড়ে যা
ভয় তোর কি
নেই জোর কি
খাঁচি চরকী, উড়ে যা
* * *
তুমি, ভরসা আমার শ্যামাচরন
তোমার, তাবে ভাবী স্বভাব আমার
অভাবেরে করবে হরণ
* * *
আহা মরি মরি
শোনো রাখহরি
তুমি হবে হীরো
আর বাকী যারা
দেয় ফাঁকি তারা
সব পাবে জীরো
* * *

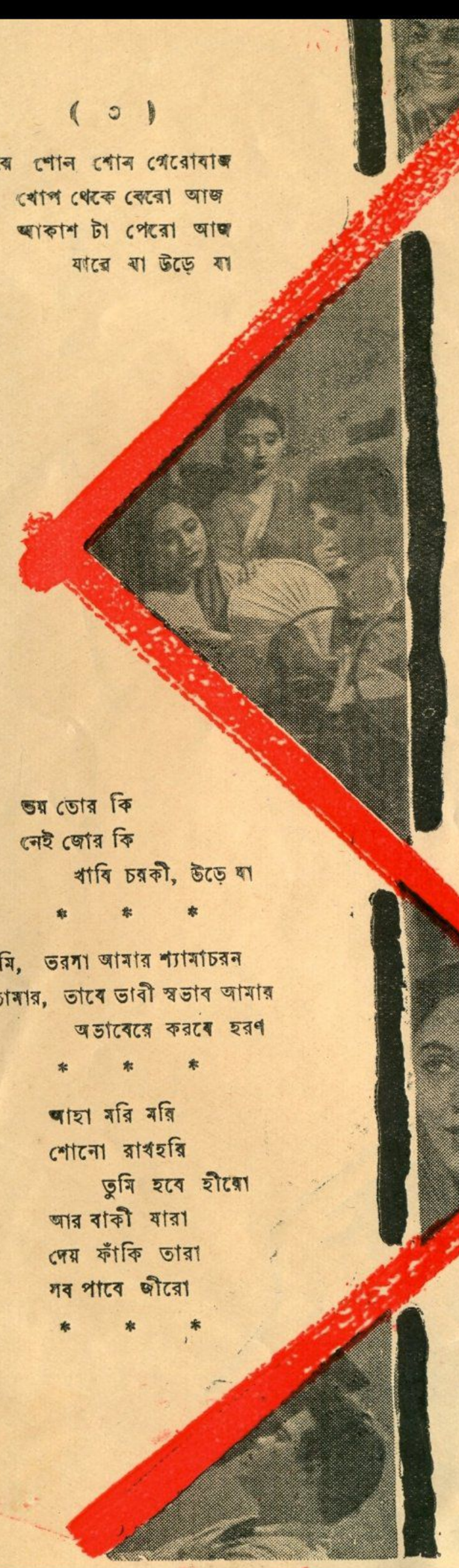

কৃষ্ণনাম ভজ জীব
আর সবি মিছে ॥
পালাবার পথ নাই
ও তোর যম আছে পিছে ।
* * *
লেফট এ্যাণ্ড রাইট
দ্যাটস অল রাইট
আপনা হাত জগন্নাথ
করবে ভাই বাজী মাৎ
এমনি দিন থাকবে না
খুলবে ভাই জোর বরাত ॥

(৪)

বিধি রে
তোর বিচারের এই কি রীতি রে
যদি সবি কেড়ে নিলি
তবে কেন দিয়েছিলি ।
* * *

কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লি:
৩১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস
৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।

আকাশ ছোঁয়া
এম কে জি র আগামী নিবেদন
কাহিনী • মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
কালিকা ফিল্মস পরিবেশিত